[জী ব নে র গা ন]

সবিতা-সলিল চৌধুরী

নানান মতে নানান দলে দলাদলি

সলিল চৌধুরী বলতেন, 'পুঁতলে বটগাছ পোঁত, বড় হবে।' বড় হয়েছে তাঁর সৃষ্টি। আর তা নিয়েই তর্জা শুরু

আলোর পথযাত্রী: সলিল চৌধুরী

মৃত্যুর বারো বছর পরে বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন সলিল চৌধুরী। না, সরাসরি তিনি যুক্ত নন এই বিতর্কে। বিতর্ক শুরু তাঁর গান নিয়ে। সলিলপ্রেমী কিছু ব্যক্তি হাটে মাঠে বাটে ঘুরে খুঁজে বের করেছেন এমন কিছু অমূল্য গান, যা প্রথম জীবনে লিখেছিলেন, সুর করেছিলেন, গেয়েছিলেন সলিল চৌধুরী স্বয়ং। তাঁদের মতে, সলিলদাকে জানতে গেলে, জানতেই হবে সেই গান। পাওয়া যাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই প্রতিভার অনন্য এক সম্ভার। কিন্তু সেই গানকে বিলকুল নস্যাৎ করে দিয়েছেন সলিলজায়া সবিতা চৌধুরী। বাতিল হওয়া ছেঁড়া কাগজ নিয়ে প্রমাণ করা যায় না সেই গান সলিল চৌধুরীর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে। স্পষ্ট মত, স্ত্রী সবিতা চৌধুরীর।

ঘটনাটা শুরু হয়েছিল সলিল চৌধুরীর মৃত্যুর ঠিক এক বছর পর থেকে। সলিলদার গানের অন্ধ ভক্ত হল্যান্ডবাসী গৌতম চৌধুরী, তাঁর গানের প্রেরণা সলিল চৌধুরীর সমস্ত গান, কবিতা, প্রবন্ধ, চিত্রনাট্য নিয়ে কাজ শুরু করেন। কিছু কাল পরেই খোলেন এক ওয়েব সাইট। সলিলদা ডট কম। বছর খানেকের মধ্যে সেই সাইট অত্যধিক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। শুধু এ দেশেই নয়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে সলিলদা ডট কম। তৈরি হয় সলিল চৌধুরীর সুর, কথা, গানের 'ফ্যান'। তাঁরা নিয়মিত ঘাঁটতে থাকেন ওই ওয়েব সাইট।

গৌতম চৌধুরীও বসে থাকলেন না। দেশে এসে ঘুরে বেড়ালেন সলিল চৌধুরীর আরও গান সংগ্রহের জন্য। গেলেন শিল্পীর বাল্যকৈশোর কাটানো গ্রাম হরিনাভির মাহিনগরে। খোঁজখবর পেলেন এমন অনেক লোকের, যাঁরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছিলেন একদা কমিউনিস্ট পার্টি-অন্ত প্রাণ সলিল চৌধুরীর সঙ্গে। যোগাযোগ হল এমন এক লোকের সঙ্গে যিনি পেশায় প্রখ্যাত অস্থি চিকিৎসক। নেশায় বাংলা গান সংগ্রাহক। এবং সেই গানের স্রষ্টার নাম অবশ্যই সলিল চৌধুরী।

ড. সমীরকুমার গুপ্ত। দীর্ঘ দিন ধরেই তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন সলিলদার গানের সন্ধানে। বহু বার গিয়েছেন মাহিনগর, কোদালিয়ায়। খুঁজে বের করেছেন সলিল চৌধুরীর সহযোদ্ধা বন্ধু মন্টু ঘোষ, ভূপেন মৈত্র, রণবীর নিয়োগী, অনিল ঘোষ, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, রেবা রায়চৌধুরী, রঘু চক্রবর্তী, সলিল চৌধুরীর ভাইপো শঙ্কর চৌধুরী এবং অরুণকুমার বসুদের মতো ব্যক্তিত্বদের। তাঁদের কাছ থেকে যেমন পেয়েছেন গান। কখনও বা মিলিয়ে নিয়েছেন সেই গানের সত্যতা। গৌতম চৌধুরী ও ড. সমীরকুমার গুপ্তর উদ্দেশ্য একটাই, সলিল চৌধুরীকে নতুন করে খুঁজে বের করা। এতে অসুবিধে কোথায়?

"অসুবিধে একটাই, এগুলো ওঁর ফেলে দেওয়া বাতিল গান। একজন শিল্পীর এ রকম বহু সৃষ্টিই থাকে। যা পছন্দ না হলে তাঁরা ছিঁড়ে ফেলেন। একটা ঘটনা বলি, এক বার উনি প্রায় দশ মিনিটের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক তৈরি করেছিলেন। রেকর্ডিং হওয়ার আগে উনি তা ফেলে দিলেন। মিউজিশিয়ানদের কাছ থেকে দশ মিনিট সময় চেয়ে নিয়ে বানিয়ে ফেললেন নতুন একটা পিস। এ বার আপনি যদি বলেন, ওই সুরটিই এক অনবদ্য সৃষ্টি, কারওর কিছু বলার নেই।" বললেন সবিতা চৌধুরী। সলিল চৌধুরীকে আঁকড়ে এখনও চলছে যাঁর জীবন।

"ওঁরা নিজেরা নিজেরা কী করছেন, তা ওঁরাই জানেন। কোথা থেকে কথা জোগাড় করছেন, কাকে দিয়ে সুর করাচ্ছেন? ভগবানই জানেন। হঠাৎ শুনলাম দ্বিজেনদা (মুখোপাধ্যায়), মন্টুদা (ঘোষ) ওই সব নতুন গানগুলো রেকর্ড করেছেন। আমার কাছেও এক বার এসেছিলেন সমীরবাবু। খুবই ভদ্রলোক। আমাকে আর অন্তরাকে গান গাইতে বলেছিলেন। আমরা রাজি হয়েছিলাম গান গাইতে। তার পর তো আর এলেন না। আমার সঙ্গে কোনও যোগাযোগও করলেন না। সলিল চৌধুরীর স্ত্রী হিসেবে আমার কি কোনও অধিকার নেই জানার যে, আমার স্বামীর সৃষ্টি নিয়ে কী কাজ হচ্ছে?"

স্পষ্টতই বিরক্তি প্রকাশ পেল সবিতা চৌধুরীর কথায়। বিস্ময় ঝরে পড়ল হল্যান্ডবাসী গৌতম চৌধুরী ও ড. সমীরকুমার গুপ্তর গলায়ও। "আমরা বার বার করে সবিতা চৌধুরীকে বলেছি আমাদের এই কাজের সঙ্গে থাকতে। উনি সময় দেননি। আসেনওনি। সলিলদাকে নিয়ে কাজের ব্যাপারে উনি আমাদের কোনও সাহায্য তো করেনইনি। উল্টে আমাদের অস্বীকার করেছেন।" বললেন ড. গুপ্ত। "১৯৪৫ সালে বিদ্যাধরী নদীর বানভাসি অঞ্চলে কাজ করতে গিয়ে সলিলদা লিখেছিলেন জীবনের প্রথম গণসঙ্গীত 'দেশ ভেসেছে বানের জলে'। সেই গান গানের জন্য গান নয়। মানুষের প্রয়োজনের জন্য লেখা গান। সেই গানের কোনও মূল্য নেই? কী বলছেন? আমরা এ রকম প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চান্নটা গান আবিষ্কার করেছি। সুর সলিলদারই করা। ওই যে বললাম, প্রবীণ লোকগুলোকে নিয়ে বসে দিনের পর দিন আমরা মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেছি সেই গান। ভূপেনদা স্বরলিপি করেছেন। একটা গানের একটা লাইনও আমাদের তৈরি করা নয়। সেই সাহসও আমাদের নেই।"

নির্বাক যুগে চিত্রা সিনেমায় পিয়ানো বাজিয়ে পেশাগত যাত্রা শুরু। সুর শুরু দু'আড়াই বছর বয়সে ওলা বিবির গান, যাত্রা, ঢপ, শিবের গাজন শুনে। প্রেরণা পঙ্কজ মল্লিক, রাইচাঁদ বড়াল, শচীন দেববর্মন, নজরুল ও রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ মারা যাওয়ার পরে এক মাস অশৌচ পালনও করেছিলেন। অবিস্মরণীয় গান 'কোনও এক গাঁয়ের বধূ'-র সময়ে ছিলেন আন্ডারগ্রাউন্ডে। খাওয়ার পয়সা নেই। অত বড় পরিবার। সংসারে অভাব। হঠাৎ করেই সেই সলিল চৌধুরী পার্টির কটাক্ষ উপেক্ষা করে কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে চলে গিয়েছিলেন মুম্বই, বিমল রায়ের ডাকে। প্রথম ছবি নিজের লেখা গল্প রিক্সাওলার হিন্দি 'দো বিঘা জমিন'। সেই শুরু সলিল চৌধুরীর মুম্বই বিজয়। শুরু হিন্দি সিনেমায় নতুন গল্প ও নতুন ঘরানার সুরের জমানা। এখনও অপ্রকাশিত হয়ে পড়ে রয়েছে পরিণত বয়সের প্রচুর কথা, সুর।

"আর ওঁরা কাঁচা বয়সের, ছাত্রাবস্থার কাজ নিয়ে বড়াই করছেন। মাহিনগরে কী আছে জানি না। কোথা থেকে ওরা পেলেন তাও জানি না। কয়েক বছর আগে আমার ভাই জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ওনার ওপর একটা তথ্যচিত্র তৈরি করেছিলেন। গিয়েছিলেন মাহিনগর। কই তেমন কিছু তো পাননি! ওঁরা পেলেন কী করে?" সরাসরি প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন সবিতা। "সলিলদা বেঁচে থাকতে ওঁরা কেন আসেননি? জেনে নেননি কোনটা ঠিক কোনটা ভুল? লোকটা চলে যাওয়ার পর হঠাৎ করেই উথলে উঠল ভালবাসা? এ রকম একটা ঘটনা কয়েক দিন আগেই ঘটেছিল, একটি ছেলে একটা গান সলিলদার নামে চালাচ্ছিল। পরে ধরা পড়ে যায়। আমার ছেলে সঞ্জয় বরঞ্চ ওর বাবার কথায় কিছু সুর করছে। গাইবে অন্তরা, সঞ্চারী। ওই অ্যালবামটায় থাকছে সলিলের কথা, সলিল ও সঞ্জয়ের সুর। ওটাই তো প্রামাণ্য।"

লতা, কিশোরকে গান তোলাচ্ছেন সলিল

শেষ জন্মদিন: পায়েস খাওয়াচ্ছেন সবিতা

সলিল চৌধুরী সারা জীবনই ছিলেন একটু ছন্নছাড়া গোছের। রেখে দিতেন না অনেক মূল্যবান লেখাও। হারিয়ে ফেলেছিলেন চার্লি চ্যাপলিনের সঙ্গে ছবিও। যে-ছবিতে চার্লি বেহালা বাজাচ্ছেন, পিয়ানো সঙ্গত করছেন সলিল। সেই বোহেমিয়ান শিল্পীর কথা, সুর তো ছড়িয়ে থাকতেই পারে এখানে ওখানে। সবাই মিলে জড়ো করা যায় না সব? তিক্ততা ভুলে উদ্ধার করা যায় না নতুন প্রজন্মের কাছে অজানা এই আন্তর্জাতিক স্তরের কবি, শিল্পী, কম্পোজার, লেখকের সব সৃষ্টি?

অহমিকার বন্ধন, শৃঙ্খল ছিঁড়ে বের করে আনা যায় না আলোর পথযাত্রী সেই পথিককে? দেখা যাক না চেষ্টা করে এক বার।

বাল্মীকি চট্টোপাধ্যায়